চতুর্থ ধাপ

বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন দলের বাইবেল সেমিনার

বাংলাদেশেও বাইবেলীয় পালসীয় সেবাকর্মের তৎপরতা শুরু হয়েছে। প্রথমত, শ্রদ্ধেয় ফাদার কার্ল এডেলম্যান তাঁর গুপ্তধন সেমিনার ও সপ্তধাপ সেমিনার দিয়ে শুরু করেন। তবে বর্তমানেও বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ধর্মপল্লীতে অনেক বাইবেল সেমিনার হচ্ছে। বিভিন্ন জন যার যার মত করে থাকেন। সে কারণে যদি একটি সহায়িকা থাকে তাহলে এ কাজ করতে খুবই সহজ হয়ে ওঠে। তাই নীচে কিছু নমুনা প্রস্তাব করা গেল।

১। প্রকৃতি

বাইবেল সেমিনার হলো পবিত্র বাইবেলের পরিচিতি বিষয়ক কোর্স বা সব দলের জন্য প্রযোজ্য কিছু ধারণা ও উপলব্ধি দান করা। কোর্সগুলো বক্তৃতা, অধিবেশন, দলীয় কাজ ও উপাসনা উদযাপন, যার মাধ্যমে পবিত্র বাইবেল যে একটি প্রার্থনাপুস্তক ও জীবন পুস্তক, তা তারা উপলব্ধি করতে পারে, যা দ্বারা একটি সুন্দর খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করা যায়, সেদিকে অংশগ্রহণকারীদের পরিচালনা করা যায়।

২। উদ্দেশ্য

বাইবেল সেমিনারের উদ্দেশ্য হল,

- খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা মিটিয়ে দেয়া, বিশেষভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের ঐশবাণীর প্রতি তাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি করা;
- প্রার্থনাপূর্ণ ভাবে শাস্ত্রবাণী পাঠ করে, সেভাবে তারা পবিত্র বাইবেলকে একটি প্রার্থনাপুস্তক করতে পারে, সেজন্য অংশগ্রহণকারীকে সাহায্য করা;
- খ্রীষ্টসমাজের মধ্যে লোকদের দলে দলে একত্রিত করার আশা নিয়ে প্রাথমিকভাবে ঐশবাণীর অভিজ্ঞতা দান করা, যেন তারা নিয়মিত বাইবেল সহভাগিতা দলে বসে।

প্রস্তাবগুলো হল একদিনের, তিন দিনের, পাঁচ দিনের, সাত দিনের সেমিনারগুলো কিভাবে করা যাবে। আবার তিন বিকাল, পাঁচ বিকাল, সাত বিকাল ইত্যাদি। তাছাড়াও কোন্ কোন্ দলের সাথে কি বিষয় নিয়ে সেমিনার করা যাবে, তা ক্লাসে নমুনা দিয়ে বুঝিয়ে দিবে।

তবে কথা হলো, বর্তমানে বাইবেল সেমিনার করার জন্য বাংলায় অনেক সহায়িকা পুস্তক রয়েছে, যা ব্যবহার করেও সেমিনার করা যাবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দলকে শুধুমাত্র বক্তৃতা দিলেই বাইবেল সেমিনার করা যাবে না। যে কোন দলের সাথেই আপনি কাজ করুন না কেন, চারটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে, তা হলো ঃ

১। বাইবেলীয় প্রার্থনা
২। বাইবেল সহভাগিতা
৩। দলীয় কাজ
৪। বাস্তবতার সাথে বাণীর মিল খুঁজে অভিনয় করানো।

সেমিনারের কয়েকটি নমুনা ক্লাসে করানো হলো ঃ

নমুনা ক - বাইবেল পরিচিতি (একদিন বা তিন বিকাল)
নমুন খ - মুক্তির ইতিহাস (একদিন বা তিন বিকাল)
নমুনা গ - নতুন নিয়ম পরিচিতি (তিন দিন বা পাঁচ বিকাল)
নমুনা ঘ - পঞ্চপুস্তক ও মথি সুসমাচার (তিন দিন বা পাঁচ বিকাল)
নমুনা ঙ - নতুন ও পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিকগ্রন্থ

বিভিন্ন ভাবে বাইবেল সেমিনার করার জন্য যে সমস্ত প্রকাশনা-উপকরণের প্রস্তাব করা হচ্ছে, তা নিম্নরূপ ঃ

১। পবিত্র বাইবেল পরিচিতি
২। বাইবেল দিবস – মঙ্গলবার্তা ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যাগুলো।
৩। নতুন মানুষের আবির্ভাব
৪। মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের সুসমাচারের ব্যাখ্যা
৫। পবিত্র মঙ্গলবার্তা পরিচিতি

৬। সম্ভব হলে ‘গুপ্তধন’ (যদিও এখন তা আর পাওয়া যাচ্ছে না)
৭। দীক্ষার্থীদের বাইবেল
৮। বাইবেল পোষ্টার - বাঙ্গালোর
৯। বাইবেল পোষ্টার - ইতালী
১০। বাইবেল পোষ্টার - বাইবেল সোসাইটি
১১। গীতসংহিতা পরিচিতি - বাইবেল সোসাইটি।

ধাপে ধাপে বাইবেল সেমিনারের নমুনা

পরিচালকদের জন্য : নীচের কাঠামোটি আপনার ধর্মপল্লীর কিশোর, যুবক-যুবতী ও বয়স্কদের ধাপে ধাপে বা ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বাইবেল শিক্ষার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। (*পরবর্তী নমুনা দেখুন*)

	দিন	সময়	বিষয়বস্তু	দল
নমুনা - ক	একদিন বা তিন বিকাল	সকাল ৮টা - বিকাল ৪টা বিকাল ৩টা - ৫টা	বাইবেল পরিচিতি বাইবেল পরিচিতি	যুবকদের ও বয়স্কদের
নমুনা - খ	একদিন তিন বিকাল	সকাল ৮টা – বিকাল ৪টা বিকাল ৩টা – ৫টা	মুক্তির ইতিহাস মুক্তির ইতিহাস	যুবকদের ও বয়স্কদের
নমুনা - গ	তিনদিন (দিনরাত) বা পাঁচ বিকাল	সকাল ৮টা – রাত ৮টা বিকাল ৩টা – ৬টা	নুতন নিয়ম পরিচিতি	যুবকদের বয়স্কদের
নমুনা - ঘ	তিন দিন বা পাঁচ বিকাল	সকাল ৮টা – রাত ৮টা বিকাল ৩টা – ৬টা	আদি ও যাত্রাপুস্তক, এবং মথি সুসমাচার	যুবকদের ও বয়স্কদের
নমুনা - ঙ	একদিন বা তিন বিকাল	সকাল ৮টা - ৪টা বিকাল ৩ - ৬টা	নতুন ও পুরাতন নিয়মে ঐতিহাসিক গ্রন্থ	যুবকদের ও বয়স্কদের
নমুনা - চ	তিন দিন বা পাঁচ বিকাল	সকাল ৮টা – রাত ৮টা বিকাল ৩টা – ৫টা	নতুন ও পুরাতন নিয়মের প্রজ্ঞাধর্মী পুস্তকসমূহ	যুবকদের বয়স্কদের
নমুনা - ছ	একদিন বা তিন বিকাল	সকাল ৮টা – বিকাল ৪টা বিকাল ৩টা - বিকাল ৫টা	প্রাবক্তিক পুস্তকসমূহ	যুবকদের ও বয়স্কদের
নমুন - জ	তিন দিন বা পাঁচ বিকাল	সকাল ৮টা - বিকাল ৪টা বিকাল ৩টা - বিকাল ৫টা	মথি, মার্ক,লুক, সিনপটিক	যুবকদের ও বয়স্কদের
নমুনা - ঝ	তিন দিন বা পাঁচ বিকাল	সকাল ৮টা - বিকাল ৪টা বিকাল ৩টা– বিকাল ৫টা	যোহন/ ৩টি ধর্মপত্র ও প্রত্যাদেশ গ্রন্থ	যুবকদের ও বয়স্কদের

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

যদি আপনার ধর্মপল্লীর জন্য ধারাবাহিকভাবে এ বাইবেল শিক্ষা সেমিনার শুরু করেন তা হলে কাঠামো অনুসারে স্কুল-কলেজের ছুটির দিন খুঁজে নিতে হবে। অবশ্য একদিনের জন্য অসুবিধা নেই ও বিকেলের জ্য যদি তিনদিন ব্যাপী করেন, দিন ও রাত হলে ছুটি খুঁজতে হবে। তাছাড়া যখন যুবকদের জন্য করবেন, একই সময়ে সম্ভব হলে বিকালে বা রাতে বয়স্কদের জন্যও করবেন। যেন একই বিষয় প্রতিটি পরিবারে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

নমুনা - ক

বিষয়বস্তু ঃ বাইবেল পরিচিতি

মনোনীত দল ঃ যুবক-যুবতী (৮ম শ্রেণী - কলেজ পর্যায়)

সময় নির্ধারণ ঃ একদিন বা তিন বিকাল

কাঠামো ঃ

সকাল ৮:০০ - প্রার্থনানুষ্ঠান ঃ
(বাইবেল শোভাযাত্রাসহ বাইবেলীয় প্রার্থনানুষ্ঠান - ৩০মি:

৮:৩০ - প্রথম অধিবেশন : বক্তব্য

বিষয়বস্তু - বাইবেল কী

বাইবেলের ভাষা, কিভাবে বাইবেল লেখা হয়, প্রকৃতপক্ষে কোথায় বাইবেল লেখা হয়। পুস্তকের নামকরণ, বিধান, সন্ধি বা নিয়ম কি ? বাইবেলে কতটি সন্ধি, কোন সন্ধিতে কতখানা পুস্তক, বর্তমানে ব্যবহৃত বাইবেলে পুরাতন নিয়মে কত পুস্তক এবং কাথলিকগণ কতখানা বিশ্বাস করেন।

– প্রামাণিক সাতখানা পুস্তকের নাম ও পরিচয়, যা লাল বাইবেলে নেই (সহায়ক গ্রন্থ ঃ নতুন মানুষের আবির্ভাব)।
– পুস্তকের বিন্যাস ও ভাগ-বিভাগ।

১০:০০ - চা বিরতি

১০:৩০ - দ্বিতীয় অধিবেশন

মোট ৭৩ খানা পুস্তকের নাম ছোট ছোট কার্ডে আগেই লিখে রাখবেন। এখন যুবকদের গোল করে বসিয়ে মাঝে কার্ডগুলো বিছিয়ে দেবেন। সকলে একটি করে কার্ড নেবে ও তা আলপিন দিয়ে বুকে আটকিয়ে রাখবে। পরে জায়গায় এসে বসবে।

– এবারে ভাগ অনুসারে ডাকবেন ঃ পুরাতন নিয়মের **(১) ৫ খানা বিধানগ্রন্থ** এখানে আস (না পারলে আপনি বলে দেবেন– আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, ২য় বিবরণ সবার সামনে এসে তাদের পরিচয় দিবে। যেমন – আমার নাম আদিপুস্তক, আমার নাম যাত্রাপুস্তক... এভাবে পাঁচজনের বলা শেষ হলে, তারা একত্রে বলবে ঃ আমরা হলাম বিধানগ্রন্থ বা মোশীর পঞ্চপুস্তক)।
– ঠিক একই পদ্ধতিতে ঃ **(২) ঐতিহাসিক গ্রন্থ** ১৬খানা। যোশুয়া, বিচারচরিত, রুথ, ১ম শমূয়েল, ২য় শমূয়েল, ১ রাজাবলি, ২ রাজাবলি, ১বংশাবলী, ২বংশাবলী, এজরা, নেহেমিয়া, [তোবিত, যুদিথ] এসথার, [১ম মাকাবীয়, ২য় মাকাবীয়]। বন্ধনীর মধ্যে চারখানা ঐতিহাসিক বই লাল বাইবেলে নেই। এবারেও এক এক করে নাম ডাকবেন পরিচালক। তারা সামনে এসে বলবে – আমি হলাম ...। এভাবে ১৬জন সামনে আসলে তারা সকলে একসঙ্গে বলবে ঃ আমরা এই ১৬খানা হলাম ঐতিহাসিক গ্রন্থ।
– আবার একই পদ্ধতিতে ঃ **(৩) জ্ঞানধর্মী গ্রন্থ** ৭খানা। যোব, সামসঙ্গীত, প্রবচন, উপদেশক, পরমগীত [প্রজ্ঞা, বেন-সিরাখ]। বন্ধনীর মধ্যের দু'টি পুস্তক লাল বাইবেলে নেই। এখন আগের পদ্ধতি অনুসরণ করুন।
– পূর্বের পদ্ধতিতেই আবার ঃ **(৪) প্রাবক্তিক গ্রন্থ** ১৮ খানা। ইসাইয়া, জেরেমিয়া,এজেকিয়েল, দানিয়েল, হোসেয়া, যোয়েল, আমোস, অবদিয়া, যোনা, মিখা, বিলাপ গাথা [বারুক] নাহুম, হাবাকুক, জেফানিয়া, হগয়, জাখারিয়া, মালাখি। বন্ধনীর মধ্যের পুস্তকটি লাল বাইবেলে নেই। এখন আগের পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

১১:৩০ - **দলীয় কাজ ঃ**

এবার পুস্তকের ৪টি ভাগ অনুসারে দলে যাবে। (বাইবেল পরিচিতি) বই ১টি করে চারটি দলে দেবেন। প্রত্যেকে তাদের পুস্তকের মূল কথা খুঁজে বের করবে।

১২:১৫ – **প্রতিবেদন পেশ ঃ**

প্রত্যেকটি পুস্তক সামনে এসে তার পুস্তকের মূল কথাটি এভাবে বলবে –
“আমি হলাম আদিপুস্তক, আমার পুস্তকে জগত ও মানব সৃষ্টি কাহিনী এবং পিতৃপুরুষদের কাহিনী লেখা

আছে।" এভাবে ৪৬ খানা পুস্তক সামনে গিয়ে তা বলবে।

১:০০ – বিরতি

২:৩০ – **দলীয় কাজ ঃ**
পাঁচটি দলের হাতে কাগজ ও কলম দেবেন। তারা ভাগ অনুসারে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে লিখবে। সব দলের লেখা শেষ হলে তা টানিয়ে রাখবে।

৩:০০ – **গান শিখবে ঃ**
গানের সুরে বাইবেলের নামগুলো মুখস্থ করবে।

৪:০০ – **৬ষ্ঠ অধিবেশন ঃ উপস্থাপন**
প্রামাণিক গ্রন্থগুলি যা লাল বাইবেলে নেই, তা সম্ভব হলে বোর্ডে লিখুন এবং বলুন, কেন তা লাল বাইবেলে নেই। আপনার বলা শেষ হলে, এবার ৭ খানা পুস্তকের নাম মুখস্থ করান ও কোন্‌টি কোন্‌ ভাগের তা বলে দিন।

– এবারে সারা দিনের মূল্যায়ন করুন ও ধন্যবাদ দিন।

– পরিশেষে, একটি পাঠ ও সামসঙ্গীত আবৃতি দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ একই ভাবে যদি সময় কুলায় নতুন নিয়মের পরিচিতি করে নিলে ভালই হবে। তবে নতুন নিয়মের পরিচয় দেবার আগে নতুন নিয়মের বিষয় কিছু বলতে হবে।

– একই কাঠামোকে ভেঙ্গে তিন বিকালেও করা যায়।

নমুনা - খ

বিষয়বস্তু ঃ মুক্তির ইতিহাস

মনোনীত দল ঃ যুব-কিশোর

নির্ধারিত সময় ঃ একদিন বা তিন বিকাল

পূর্ব প্রস্তুতি ঃ সম্ভব হলে মুক্তির ইতিহাসের ছবিটি বড় করে রঙীন কলম দিয়ে এঁকে নিলে ভাল হবে, যেন সামনে টাঙালে সবাই দেখতে পারে।

সকাল ৮:০০ – বাইবেল শোভাযাত্রাসহ প্রার্থনানুষ্ঠান

৮:৩০ – **প্রথম অধিবেশন ঃ উপস্থাপন**

মুক্তির ইতিহাস কি ? মুক্তির ইতিহাসের কাঠামোটি কি ? মুক্তির ইতিহাসকে কয়টি কালে ভাগ করা হয়েছে। পিতৃপুরুষ, বিচারকগণ, রাজাগণ, প্রবক্তাগণ ও খ্রীষ্টের আগমনে কিভাবে মুক্তির ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করে।

১০:০০ - বিরতি

১০:৩০ - **দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ দলীয় কাজ**
মুক্তির ইতিহাসের ছবি টাঙানো থাকবে। তাদের প্রত্যেক দলে একটি করে নতুন মানুষের আবির্ভাব বই দেয়া হবে ও পৃষ্ঠা নম্বরগুলো দেয়া হবে। প্রত্যেকটি অংশ পাঠ করে সম্পূর্ণ অংশটির সারাংশ বের করে ছবির সাথে মিল দেখাবে।

১১:৩০ – **তৃতীয় অধিবেশন ঃ তাদের প্রতিবেদন পেশ**

১২:০০ – **চতুর্থ অধিবেশন ঃ উপস্থাপনা**
প্রাগৈতিহাসিক যুগ
ঈশ্বরের মনোনীত জাতির ইতিহাস
প্রস্তুতির কাল
পরিপূর্ণতার কাল
বিষয়গুলো ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে হবে।
পিতৃপুরুষ → বিচারকগণ → রাজাগণ → প্রবক্তাগণ → খ্রীষ্ট → মণ্ডলী ঃ এইভাবে মুক্তির ইতিহাস পূর্ণ হল।

মথি ১:১৭পদ ঃ
আব্রাহাম থেকে দায়ুদ পর্যন্ত ১৪ পুরুষ
দায়ুদ থেকে বাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত ১৪ পুরুষ
বাবিলনে নির্বাসন থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত ১৪পুরুষ

মুখস্থ করান ঃ সন্ধি হলো –
আব্রাহামের সাথে চুক্তি
মোশীর দ্বারা মুক্তি
গৌরব আনলো শলোমন
শান্তি আনলো বাবিলন
শেষে প্রভুর আগমন।

১:০০ – বিরতি

২:৩০ – মুক্তির ইতিহাসের অভিনয়টি প্রস্তুত করতে দিন। সময় ১ঘণ্টা

৩:৩০ – অভিনয় উপস্থাপনা

৪:৩০ – প্রার্থনানুষ্ঠান দিয়ে সমাপ্ত

বিঃদ্রঃ – একদিনের সেমিনারকে তিনদিনে ভাগ করে করতে পারবেন।

নমুনা – গ

বিষয়বস্তু ঃ নতুন নিয়ম পদ্ধতি

মনোনীত দল ঃ যুবক-যুবতী (৮ম শ্রেণী – কলেজ পর্যায়)

নির্ধারিত সময় ঃ তিনদিন সারাদিন/রাত বা পাঁচ বিকাল

কাঠামো ঃ প্রথম দিন (সহায়িকা – ফাঃ কার্ল কর্তৃক প্রকাশিত "গুপ্তধন")

সকাল ৮:০০ – প্রার্থনানুষ্ঠান দিয়ে শুরু করলে ভাল

৮:৩০ – **প্রথম অধিবেশন ঃ**
গুপ্তধনের ভূমিকা ও দলগত কাজ বন্টন (এর মাধ্যমে দলগত ভাবে কাজ করে মঙ্গলবার্তার পরিচয় পাবে)।

৯:৩০ – দলীয় প্রতিবেদন

১০:০০ – চা বিরতি

১০:৩০ –**দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ উপস্থাপন**
(মঙ্গলবার্তা হাতে নিয়ে বুঝিয়ে দেয়া)
– প্রথম ছবি/সূচীপত্র লেখকের পরিচয় / কে কতখানা পুস্তক লিখেছেন। কিভাবে সিনপ্‌টিক ব্যবহার করবে / পাদটীকা কিভাবে ব্যবহার করবে / শব্দসূচী কিভাবে ব্যবহার করবে, ইত্যাদি।

১২:৩০ – অধিবেশন সমাপ্ত

৩:৩০০ - তৃতীয় অধিবেশন ঃ দলীয় কাজ
– সিনপ্‌টিক কি ? কিভাবে একটি পাঠ নিয়ে সিনপ্‌সিস করবে ? যে কোন পৃষ্ঠা থেকে পাঁচ শব্দ দিলে, কিভাবে পাদটীকা থেকে তা খুঁজে বের করবে ? পাঁচটি শব্দের জন্য শব্দসূচী ব্যবহার করে দেখাবে কোন্ কোন্ পুস্তকে তা পাওয়া যায়।

৪:০০ – বিরতি

৪:৩০ – **চতুর্থ অধিবেশন ঃ**
দলগতভাবে এখন তাদের কাজের প্রতিবেদন পেশ।

৫:৩০ – অধিবেশন সমাপ্তি

৬:৩০ – **সুযোগ থাকলে খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠান**

৭:৩০ – রাতের খাওয়া

৮:৩০ – **রাতে বাইবেলের গল্প থেকে স্ক্রীপ্ট তৈরী করতে দেওয়া**

৯:৩০ – বিশ্রাম।

দ্বিতীয় দিন ঃ বিষয়বস্তু – নতুন নিয়মের উৎপত্তি
(সময়সূচী যথাযথভাবেই অনুসরণ করুন; শুধুমাত্র চারটি অধিবেশনের বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ দেখানো হল)।

১ম অধিবেশন ঃ **উপস্থাপন**
মঙ্গলবার্তার ধারাবাহিক উৎপত্তি প্রচারিত মঙ্গলবার্তা থেকে লিখিত মঙ্গলবার্তা

২য় অধিবেশন ঃ দলীয় কাজ –
১। ছবির সাহায্যে মঙ্গলবার্তার ধারাবাহিক উৎপত্তি অঙ্কন করবে।
২। প্রচারের পদ্ধতি ও লেখার পদ্ধতিটি কাঠামো অঙ্কন করবে ও প্রতিবেদনের সময় বুঝিয়ে দেবে।

৩য় অধিবেশন ঃ **দলীয় কাজ উপস্থাপন**

৪র্থ অধিবেশন ঃ **নতুন নিয়মের গঠন (উপস্থাপন)**
উৎস ঃ নবসন্ধি পরিচিতি (How to Read the New Testament)

তৃতীয় দিন ঃ বিষয়বস্তু – নতুন নিয়মের গঠন

১ম অধিবেশন ঃ **বিগত দিনের উপস্থাপিত বিষয়**

২য় অধিবেশন ঃ **দলীয় কাজ ও তা উপস্থাপন**

৩য় অধিবেশন ঃ **মার্ক সুসমাচারের ভূমিকা ও কাঠামো উপস্থাপন**

৪র্থ অধিবেশন ঃ **দলীয় কাজ –**

১। মার্ক সুসমাচারের কাঠামোটি কাগজে আঁকবে ও প্রতিটি দল তা উপস্থাপন করে বুঝিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় দিন রাতের কর্মসূচী

– দলগতভাবে তিনটি সুসমাচার থেকে যীশুর উপমা কাহিনীর তালিকা খুঁজে বের করবে। পরে একত্রে এসে তারা বলবে কোন্ দল কোন্ সুসমাচার থেকে কতটি পেয়েছে। যে দল সঠিকভাবে বলতে পারবে, তাদের কিছু উপহার দেয়া যায়।

তৃতীয় দিন রাতের কর্মসূচী

– দলগতভাবে তিনটি সুসমাচার থেকে যীশুর আশ্চর্য কাজ ও সুস্থতা দানের তালিকা খুঁজে বের করবে। পরে একত্রে এসে তারা তাদের তালিকা বলবে। যারা প্রথম হবে, তাদের পুরস্কৃত করা যায়।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত তিনদিনের সেমিনারকে ভাগ করে পাঁচটি বিকেলেও করা যায়।

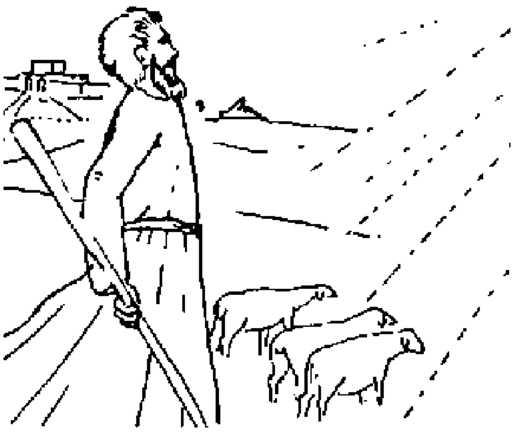

নমুনা – ঘ

বিষয়বস্তু ঃ যাত্রাপুস্তক ও মথির লেখা সুসমাচার

মনোনীত দল ঃ যুবক-যুবতী (৮ম শ্রেণী – কলেজ পর্যায়)

নির্ধারিত সময় ঃ তিন দিন – সারাদিন / রাত বা পাঁচ বিকাল

কাঠামো ঃ

পূর্বের দিন বাইবেল অধিষ্ঠানসহ প্রার্থনানুষ্ঠান দিয়ে শুরু করলে ভাল। রাতে আগামী তিন দিনের ভূমিকা দিলে ভাল হয়।

দিনের কর্মসূচী ঃ

সকাল ৬:৩০ – প্রার্থনা/খ্রীষ্টযাগ
৮:৩০ – ১ম অধিবেশন
১০:০০ – চা বিরতি
১০:৩০ – ২য় অধিবেশন
দুপুর ১২:৩০ – অধিবেশন সমাপ্ত
বিকাল ৩:০০ – ৩য় অধিবেশন
৪:০০ – চা বিরতি
৪:৩০ – ৪র্থ অধিবেশন
৫:৩০ – অধিবেশন সমাপ্তি
৬:৩০ – খ্রীষ্টযাগ/প্রার্থনা
৭:৩০ – রাতের খাওয়া
৮:৩০ – রাতের অধিবেশন

প্রথম দিন ঃ বিষয়বস্তু
– পঞ্চ পুস্তক গঠনের ধারণা
– যাত্রাপুস্তকের ভাগ-বিভাগ

উৎস পুস্তক ঃ দীক্ষার্থীদের বাইবেল নতুন সংস্করণ প্রথম খণ্ড (পঞ্চপুস্তক)

১ – মোশীকে আহ্বান

২ – নিস্তার (পাস্কা) ঃ

(ক) মেষশাবকের রক্তে ভেজানো ইস্রায়েলীয়দের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ভগবানের পার হওয়া

(খ) লোহিত সাগর পার হওয়া

৩ – মরুপ্রান্তরে যাত্রা

৪ – সিনাই পর্বতে সন্ধি

৫ – ইস্রায়েলীদের মূর্তি পূজা

দ্বিতীয় দিন ঃ বিষয়বস্তু

- **নিস্তার ভোজ ও লোহিত সাগর পাড়ির সাথে দীক্ষাস্নান, যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং খ্রীষ্টপ্রসাদের সাথে সম্পর্ক দেখান**
- **মথির সুসমাচারের ভূমিকা ও প্রথম থেকে ৯ অধ্যায় পর্যন্ত বুঝিয়ে দেয়া**

তৃতীয় দিন ঃ বিষয়বস্তু

পঞ্চপুস্তক ও মথির সুসমাচারের বিভিন্ন অধ্যায় ও পদ দিয়ে দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করবে। পরে তারা মিল দেখাবে।

আদি ২৮:১০-২২ মথি ৯:১৮-২৬	যাত্রা ১:৮-১৪,২২ মথি ১০:৩৪-১১:১	যাত্রা ১৪:৫-১৮ মথি ১২:৩৮-৪২
আদি ১৫:১-১২, ১৭-১৮ মথি ৭:১৫-২০	আদি ১৬:১-১২, ১৫-১৬ মথি ৭:২১-২৯	আদি ১৭:১, ৯-১০, ১৫-২২ মথি ৮:১-৪
আদি ১৮:১-১৫ মথি ৮:৫-১৭	আদি ১৮:১৬-২৩ মথি ৮:১৮-২২	আদি ১৯:১৫-১৯ মথি ৮:২৩-২৭
আদি ২১:৫, ৮-২০ মথি ৮:২৮-৩৪	আদি ২২:১-১৯ মথি ৯:১-৮	যাত্রা ৩:১১-২০ মথি ১১:২৮-৩০
যাত্রা ১৯:১-২,৯-১১,১৬-২০ মথি ১৩:১০-১৭	যাত্রা ১১:১০-১২:১৪ মথি ১২:১-৮	যাত্রা ২০:১-১৭ মথি ১৩:১৮-২৩
যাত্রা ৩৩:৭-১১, ৩৪:৫-৯,২৮ মথি ১৩:৩৫-৪৩	গণনা ১২:১-১৩ মথি ১৪:২২-৩৬	যাত্রা ৩৪:২৯-৩৫ মথি ১৩:৪৪-৪৬
গণনা ১১:৪-১৫ মথি ১৪:১৩-২১	দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-২২ মথি ১৭:২২-২৭	দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১-১২ মথি ১৮:১৪-২০

নমুনা – ঙ

বিষয়বস্তু ঃ নতুন ও পুরাতন নিয়মে ঐতিহাসিক গ্রন্থ

মনোনীত দল ঃ যুব ও বয়স্ক

নির্ধারিত সময় ঃ একদিন সারাদিন/ তিন বিকাল

কাঠামো ঃ

সকাল ৮:০০ – প্রার্থনানুষ্ঠান

৮:৩০ – প্রথম অধিবেশন : বিষয়বস্তু – ঐতিহাসিক গ্রন্থের পরিচয় : পুরাতন নিয়ম ১৬ খানা এবং নতুন নিয়ম ১ খানা

– নামের তালিকা দিন

১। যোশুয়া	১। শিষ্যচরিত
২। বিচার চরিত	
৩। রুথ	
৪। ১ ও ২ শমূয়েল	
৫। ১ ও ২ রাজাবলি	
৬। ১ ও ২ বংশাবলি	
৭। এজরা	
৮। নেহেমিয়া	
৯। তোবিত ★	
১০। যুদিথ ★	
১১। এসথার ★	
১২। ১ম ও ২য় মাকাবীয়	

★ *ঐতিহাসিক চারখানা পুস্তক লাল বাইবেলে নেই। সে কারণে এ চারখানা পুস্তকের বিষয়বস্তু বিস্তারিত বলুন।*

১০:০০ – চা বিরতি

১০:৩০ – দ্বিতীয় অধিবেশন

– শিষ্যচরিত গ্রন্থ ঐতিহাসিক গ্রন্থ কেন ?
– পুনরুত্থান পর্বের পর পুনরুত্থানকালে পুরাতন নিয়ম থেকে কোন শাস্ত্রপাঠ করা হয় না কিন্তু শিষ্যচরিত থেকে পাঠ করা হয় কেন ?
– রুথ বিধর্মী মহিলা সত্ত্বেও তার মধ্য দিয়ে মুক্তি পরিকল্পনার বংশধারা শুরু হয়েছে।
– রাজাবলী থেকে রাজ্য বিভক্তের বিষয় বুঝিয়ে দিন।
– বাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে এসে এজরা ও নেহেমিয়া কি কি কাজ করেন ?
– তোবিত একটি পারিবারিক কাহিনী, কেন তা ধর্মশাস্ত্রে স্থান পেয়েছে ?
– যুদিথ ও এসথার মহিলা মুক্তিকাজে তাদের ভূমিকা কি ছিল ?
– এসথারকে নতুন নিয়মে মারীয়ার সাথে তুলনা করা হয় কেন ?

১২:৩০ – অধিবেশন সমাপ্ত

৩:৩০ – তৃতীয় অধিবেশন ঃ

১ ও ২ মাকাবীয় নতুন মানুষের আবির্ভাব পুস্তক থেকে কাহিনী পড়ে বুঝান। এখানে যে মৃতদের পুনরুত্থানের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা বুঝিয়ে দিন।

৪:৩০ – চতুর্থ অধিবেশন ঃ শিষ্যচরিত গ্রন্থ মঙ্গলবার্তা থেকে ভূমিকা বুঝিয়ে দিন।

– শিষ্যচরিত হলো প্যালেষ্টাইনে আদিমণ্ডলীর প্রথম ইতিহাস
– পিতর, পলের প্রচারের উদ্ধৃতি ছিল ঃ যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা
– সাধু পলের প্রচারযাত্রা, নির্যাতন, কারাবাসগুলো বুঝিয়ে দিন
– শিষ্যচরিত গ্রন্থে শেষে সাধু পলের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে দেয়া আছে তা বুঝিয়ে দিন।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত একদিনের সেমিনারটি ভাগ করে তিন বিকালেও করা যাবে।

নমুনা – চ,ছ,জ, ঝ একইভাবে সহায়কগ্রন্থগুলো ব্যবহার করে সেমিনারে দিতে পারবেন।

বিশেষ উৎস বা সহায়কগ্রন্থ ঃ

– বাইবেল পরিচিতি
– নবসন্ধি পরিচিতি
– সুসমাচারের নেপথ্য কাহিনী
– দীক্ষার্থীদের বাইবেল চার খণ্ড
– নতুন মানুষের আবির্ভাব
– মঙ্গলবার্তা পত্রিকা।